কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 03 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ......

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু ২ এপ্রিল

এসএসসির প্রথম দিনে অনুপস্থিত ৮৫২০ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আগামী ২ এপ্রিল শুরু হবে, তত্ত্বীয় পরীক্ষা চলবে ১৫ মে পর্যন্ত। কয়েক বছর ধরে ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হলেও এবার এপ্রিলের প্রথম দিন শনিবার হওয়ায় ২ এপ্রিল থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে।

এদিকে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম দিন আট সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসিতে বাংলা প্রথম পত্র, মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিলে কোরআন মাজিদ ও তাজবিদ এবং কারিগরি বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এইচএসসির সূচি অনুযায়ী, ১৫ মে এইচএসসির তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষে ১৬ থেকে ২৫ মে হবে ব্যবহারিক পরীক্ষা। গত বছরের তুলনায় এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার সময় কমেছে ২৪ দিন। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিকের তত্ত্বীয় পরীক্ষা ৩ এপ্রিল শুরু হয়ে ৯ জুন শেষ হয়, অর্থাৎ ৬৮ দিনে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। এবার পরীক্ষার সময় কমিয়ে ৪৪ দিনে সূচি সাজানো হয়েছে। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৭ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সূচি অনুমোদন করে তা প্রকাশ করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্যানুযায়ী, এসএসসির প্রথম দিনই এ পরীক্ষা দেয়নি আট হাজার ৫২০ জন। আর অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কার হয়েছে ১৬ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি ভোকেশনালের ১০ জন ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিলের পাঁচজন শিক্ষার্থী রয়েছে। আর আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের একজন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে।

অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এসএসসিতে ঢাকা বোর্ডে এক হাজার ২৩৯ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৭১৬ জন, যশোর বোর্ডে ৪৩২ জন, রাজশাহী বোর্ডে ৪৩১ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩২৫ জন, সিলেট বোর্ডে ২৬৫ জন, বরিশাল বোর্ডে ২৯৪ জন ও দিনাজপুর বোর্ডে ৩৬৯ জন রয়েছে। আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে তিন হাজার ২১২ জন ও কারিগরি বোর্ডে এক হাজার ২৩৭ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ১৭ লাখ ৮৬ হাজার ৬১৩ জন। সময়সূচি অনুযায়ী এসএসসি ও সমমানের তত্ত্বীয় বা লিখিত পরীক্ষা আগামী ২ মার্চ শেষ হবে। এ ছাড়া ব্যবহারিক পরীক্ষা ৪ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১১ মার্চ শেষ হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ পরীক্ষার প্রথম দিন রাজধানীর ধানমণ্ডি 'গভর্নমেন্ট বয়েজ ল্যাবরেটরি স্কুল কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই। সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ানো হয়।

তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, 'চিরকাল প্রশ্ন ফাঁস হয়ে আসছিল। আমরা তা বন্ধ করেছি। আপনারা আমাদের সহযোগিতা করেন।'

এবারও মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে ২১ হাজার বেশি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যখন দায়িত্ব নিয়েছি তখন ৯ লাখের মতো পরীক্ষার্থী ছিল। সেটা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ লাখের বেশি। এবার নম্বরপত্র মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। এজন্য দুই হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।'